দৈনিক
কালবেলা
আঁধার পেরিয়ে...

মঙ্গলবার
১৮ এপ্রিল ২০২৩
৫ বৈশাখ ১৪৩০
২৬ রমজান ১৪৪৪
পৃষ্ঠা ১২
মূল্য ৫ টাকা
দ্বিতীয় সংস্করণ

সালামি হিসেবে প্রচুর দিনার পেতাম ১০

এবার কংগ্রেসে যোগ দিলেন কর্নাটকের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ৮

ড্র করে মাঠকে দুখল বার্সেলোনা ১১

চাকরি
পৃষ্ঠা ১০

www.kalbela.com
বর্ষ ২১ | সংখ্যা ১৮৩ | রেজিঃ নং ডিএ ৮১৪

চারদিক

নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ হোক ঈদযাত্রা

ঈদের ছুটিতে ঘরমুখো মানুষ তুলনামূলকভাবে স্বস্তিতে বাড়ি ফিরতে পারলেও দুর্ঘটনা যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। প্রতিবছর ঈদের ছুটিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে যায়। গত রোজার ঈদেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ঈদের ছুটিতে মহাসড়কে ছিল মৃত্যুর মিছিল। গত ঈদে পাঁচ দিনের ছুটিতে সড়কে প্রাণ যায় অন্তত ৬৫ জনের। সবচেয়ে বেশি সড়ক দুর্ঘটনা হয় ঈদের পরের দিন। ওইদিন দুর্ঘটনায় সারা দেশে কমপক্ষে ২৩ জনের মৃত্যু হয়।

পরিসংখ্যান বলছে, চলতি বছর মার্চে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে ৪৮৬টি। এর মধ্যে নিহত ৫৬৪ এবং আহত ১ হাজার ৯৭ জন। নিহতের মধ্যে নারী ৮৮, শিশু ৭৩।

সড়ক দুর্ঘটনা সবার কাছে এক আতঙ্কের নাম। সড়কের মড়কে খালি হচ্ছে হাজারো মায়ের কোল। সরকারের একার পক্ষে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তবে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, বিভিন্ন সংগঠন, এনজিও, ছাত্রসমাজ, যাত্রী, চালক, পথচারীসহ সবাইকে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। তবে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর উদ্যোগ সরকারই নিতে পারে। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সরকার নতুন আইন করেছে। এ আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের আরও কঠোর হওয়া উচিত। এসব দুর্ঘটনার কারণগুলো হচ্ছে— সচেতনতার অভাব, অদক্ষ ও অশিক্ষিত চালক, ফিটনেসবিহীন গাড়ি, চালকদের প্রশিক্ষণের অভাব, যাত্রী ও পথচারীদের অসচেতনতা, দুর্নীতি, চলন্ত অবস্থায় চালকের মোবাইল ফোন ব্যবহার, অপরিকল্পিত ও ভঙ্গুর সড়ক, ওভারক্রসিং, অতিরিক্ত গতি, মাদকাসক্ত হয়ে গাড়ি চালানো, ট্রাফিক আইন অমান্য করা, ট্রাফিক পুলিশের গাফিলতি, অনিয়ম, লাইসেন্সবিহীন গাড়ি ও চালক এবং বেপরোয়া গাড়ি চালানো। সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। গণমাধ্যম এ বিষয়ে সহায়ক ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে আসছে।

> সবার সচেতনতা এবং সংশ্লিষ্ট সবার সক্রিয়তায় এবার ঈদে বন্ধ হোক সড়কে মৃত্যুর মিছিল। পিচঢালা পথ যেন রক্তাক্ত না হয়। নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ হোক ঈদযাত্রা

দেশে সড়ক দুর্ঘটনার হার অনেক উঁচু। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শতকরা ৮০ ভাগ সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে বিরামহীন গাড়ি চালানো, অত্যধিক গতিতে গাড়ি চালানো এবং চালকের অসাবধানতার কারণে। একজন চালক একটানা চার-পাঁচ ঘণ্টা গাড়ি চালানোর পর বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় গাড়ি চালাবেন, এটাই নিয়ম। কিন্তু দেশের কোনো চালকই এ নিয়ম পালন করেন না। ফলে একজন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত চালক যখন গাড়ি চালান, তখন স্বভাবতই দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে বেশি। এ জন্য মূলত বাসমালিকদের অত্যধিক ব্যবসায়িক মনোভাবই দায়ী। এ প্রবণতা রোধে সরকারের কঠোর নজরদারি প্রয়োজন। সড়কের নিরাপত্তা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যু। অথচ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে বিষয়টি তেমন গুরুত্বই পাচ্ছে না, যে কারণে দুর্ঘটনার মিছিল কিছুতেই কমছে না। ভুক্তভোগীদের দাবি হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর ছয় দফা নির্দেশনা, সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে এ-সংক্রান্ত কমিটির ১১১ সুপারিশের দ্রুত বাস্তবায়ন করা। সবার সচেতনতা এবং সংশ্লিষ্ট সবার সক্রিয়তায় এবার ঈদে বন্ধ হোক সড়কে মৃত্যুর মিছিল। পিচঢালা পথ যেন রক্তাক্ত না হয়। নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ হোক ঈদযাত্রা। সবার ঈদ হোক আনন্দের।

তরিকুল ইসলাম, অ্যাডভোকেসি অফিসার (কমিউনিকেশন)
রোড সেইফটি প্রকল্প, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন